৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ALIPUR BARTA

দেখুন আর **সাবস্ক্রাইব** করুন আমাদের **ইউ টিউব** চ্যানেল

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৩১ বৈশাখ – ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ ঃ ১৫ মে – ২১ মে, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 29, 15 MAY - 21 MAY, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এখনও গঠিত হয়নি বিধানসভা। তাই নিজের অধিকার

বলেই নারদ মামলায় চার বিধায়ক ববি হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করার অনুমতি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল।

রবিবার : কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় ২–ডি অক্সি ডি গ্লুকোজ

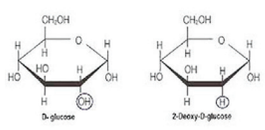

নামে ডিআরডিও এবং রেড্ডিজ ল্যাবরেটারিজের একটি ওষুধকে ছাড়পত্র দিল ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিসিজিআই। আশা করা হচ্ছে রোগীদের অক্সিজেন নির্ভরতা ও মৃত্যু কমবে এতে।

সোমবার : রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কড়া মনোভাব নিয়েছে

কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে নড়েচড়ে বসেছে লালবাজার। ২ মে–র পর থেকে কলকাতায় কতগুলি হিংসা হয়েছে, কটা নিয়ে মিছিল বেরিয়েছে তার হিসাব চেয়েছে থানাগুলির কাছে। পেশ করতে হবে আদালতে।

মঙ্গলবার : রাজ্যে গঠিত হল নতুন মন্ত্রিসভা। পুরানো মন্ত্রীরা

অনেকেই ফিরে পেয়েছেন আগের দফতর। বদলও হয়েছে কিছু দফতর। নতুন মুখও কিছু এসেছে তালিকায়। তবে সব দফতরেই শেষ কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার: রাজ্যে এখন করোনা টিকার জন্য চলছে হা–পিত্যেশ।

বেশিভাগ টিকাকরণ কেন্দ্রে মিলছে না প্রথম ডোজের টিকা। চলছে দ্বিতীয় ডোজের টিকাকরণ। অবশ্য তাও অপ্রতুল। এর মধ্যে চালু হতে চলেছে ১৮ থেকে ৪৪ বছরের টিকাকরণ। সব মিলিয়ে টেনশন বাড়ছে।

বৃহস্পতিবার : যে রাজ্যকে শিল্পায়নের খরা এবং শিল্প–জমি

বিবাদের কাঠগড়ায় তোলে বিরোধীরা সেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী টিকা কারখানার জন্য জমি ও পরিকাঠামো দিতে চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

শুক্রবার : গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল সরকার

কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে দেয়নি পিএম কিষাণের টাকা। ফিরে এসে তারাই দরবার শুরু করেছে সেই টাকার জন্য। প্রথম কিস্তির দু হাজার ঢুকছে ঈদের দিন। এবার কি আয়ুষ্মান ভারতের পালা?

সবজান্তা খবরওয়ালা

আদর্শ বিরোধী দল হয়ে ওঠার সুযোগ বিজেপির

ওঁকার মিত্র : ৬৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে শাসন করা কংগ্রেস (প্রথম ৩০ বছর) ও বামেদের (পরের ৩৪বছর) পিছনে ফেলে ৭৭টি আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠা মোটেই উপেক্ষা করার মতো সাফল্য নয়। ভোটের আগে বিজেপি নেতা স্বপন দাশগুপ্ত এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন সারা দেশে বিজেপি ফলে ফুলে পল্লবিত হলেও যে রাজ্যে দলের উৎস সেই শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গে শিকড়ের খোঁজে তারা নেমেছেন। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গে তারা শিকড়ের সন্ধান অবশ্যই পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে গত বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে বিজেপির ভোট বেড়েছে ২৮ শতাংশ (২০১৬–র ১০.১৬ শতাংশ বেড়ে এবার হয়েছে ৩৮.১৩ শতাংশ)। আসন ২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৭। হিসাব বলছে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৭১০ জন বঙ্গবাসী। তৃণমূলের থেকে মাত্র ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭১০ জন কম। অর্থাৎ গত ৫ বছরে বিজেপির কার্যকলাপ মোটেই হতাশা ব্যঞ্জক নয়।

নেতা বিন্যাসেও বিজেপি মোটেও শাসক দলের চেয়ে পিছিয়ে নেই। বিধানসভায় বিরোধী আসন যেমন ভরিয়ে তুলবেন স্থানীয় লড়াকু নেতারা তেমনই তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন পোড় খাওয়া রাজনীতিক ও শাসক দলের নেত্রীকে খুব কাছ থেকে

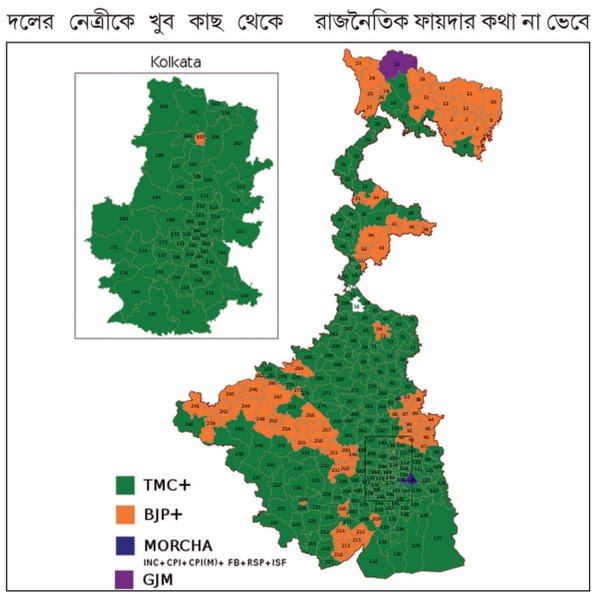

দেখা শুভেন্দু অধিকারী, যিনি তীব্র লড়াই করে বাংলার এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিককে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে এনেছেন। সঙ্গে রয়েছেন আর এক ক্ষুরধার মস্তিষ্ক রাজনীতিক মুকুল রায়। অর্থাৎ আদর্শ বিরোধী দল হয়ে ওঠার সমস্ত উপকরণ মজুত রয়েছে এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়।

এখন এই অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগানোর লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজেপির। সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দার কথা না ভেবে প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করলে ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গণতন্ত্রে শাসক দলের ভুল–ভ্রান্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে মানুষের পক্ষে কথা বলাই আদর্শ বিরোধী দলের প্রধান কাজ। তার জন্য পথে ঘাটে নেমে লড়াই শিকড়কে মজবুত করে। বাঙালির চাওয়া–পাওয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে বিরোধীদলের নীতি। অবাঙালি তকমা ঝেড়ে ফেলে আদ্যপান্ত বাঙালি বিজেপি হয়ে ওঠার সুযোগ এসেছে সামনে। বহিরাগত–বাংলার মেয়ে মেরুকরণে এবার বিদ্ধ হয়েছে বাংলার সমাজজীবন। ভারতবর্ষের নানা রঙের ক্যানভাসে এই আঞ্চলিকতাকে মুছে দেওয়ার দায়িত্ব বিরোধী দল বিজেপির। সঙ্গে রয়েছে পোড় খাওয়া নেতা, লড়াকু বিধায়ক দল ও ২ কোটির উপর জনগণ। ফলে এই সাফল্য কাঁধে নিয়ে দায়িত্ব পালন না করলে তা হবে আত্মহত্যার সামিল।

মনিষীরা বলে গিয়েছেন সাফল্য থামিয়ে দেয়, ব্যর্থতা চেনায় আগামী সাফল্যের পথ। তাই ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করাটাই পৌরুষের পরিচয়। সর্বোপরি রাজনীতিকদের মূল কাজ জনসেবা। এত সাফল্য ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সঙ্গে নিয়েও বিজেপি যদি তা না পারে তবে রাজ্যের রাজনীতি থেকে মুছে যেতে বেশি সময় লাগবে না। নতুন বিরোধীর ভূমিকা দেখতে মুখিয়ে আছে বাংলার মানুষ। তাদের আসল ভরসা তো বিরোধী দলই।

অবৈজ্ঞানিক পরিবহন ফতোয়ায় রমরমা কোভিড সংক্রমণের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে কোভিড সচেতনতার প্রচারে ও প্রকৃত সংক্রমণের চিত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে অতি উৎসাহে লোকাল ট্রেন বন্ধ ও সরকারি বাসের অর্ধেক ছেঁটে দেওয়ার যে ফতোয়া জারি করেছে তা কোভিডের সংক্রমণ বৃদ্ধিতেই সহায়ক বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের অভিযোগ একদিকে সরকার জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচা করে বিভিন্ন মাধ্যমে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রচার করছে আবার ট্রেন বাস বন্ধ করে চলতি পরিবহনে মানুষকে শারীরিকভাবে নিকটতর হতে বাধ্য করছে।

কলকাতা সহ জেলার পরিবহন চিত্র বলছে যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশেষ জরুরি কাজে বা রুটি–রুজির খোঁজে বেরোতে বাধ্য হয়ে বাসে বা অটোয় উঠছেন তারা নিজেরাই কোভিড কেরিয়ার হয়ে পড়ছেন। যাত্রীরা নিরুপায়। তারা

সবটাই ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন সংক্রমণের স্রোতে। তাদের অভিযোগ, সরকার যেভাবে পরিবহনের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে রাজ্যবাসীকে ভিড়ের মাঝে ঠেলে দিয়েছে তাতে একমাত্র ঈশ্বরই ভরসা। বাড়ি গিয়েও শান্তি নেই। বাসে চড়ে বাড়ি এসে দূরে সরিয়ে রাখতে হয় মা–বাবা–স্ত্রী–সন্তানদের। ফলে পেটের তাগিদে কোভিডের বলি হলেও কিছুই করার নেই। মানুষের দাবি অবিলম্বে পরিবহনের সংখ্যা বাড়িয়ে, ট্রেন চালু করে শারীরিক ঘনত্ব কমাতে ব্যবস্থা নিক সরকার।

পরিবহনের এই দূরত্বহীনতার ফল মিলছে হাতে নাতে। দৈনিক সংক্রমণের মাত্রা প্রতিদিন বাড়ছে, পার করেছে ২০ হাজারের গণ্ডি। মৃত্যু পেরিয়েছে ২০০। এই অবস্থায় সরকারের অবৈজ্ঞানিক ফতোয়া কবে উঠবে সেই দিকেই তাকিয়ে মানুষ। নতুন পরিবহন মন্ত্রী কি করেন সেটাই এখন দেখার।

ভ্যাকসিনের জন্য কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ ঘন্টায় বাংলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১২৯ জনের। রাজ্যের মধ্যে কলকাতা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর নিরিখে শীর্ষে। এরপর উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্থান। আংশিক লকডাউন চললেও পরিস্থিতি যে ক্রমশঃ উদ্বেগের গ্রাফ বৃদ্ধি করছে, তাতে সন্দেহ নেই। এরই মধ্যে বাজার খোলার নির্দিষ্ট সময় সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং বিকাল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছে না। জনবহুল বাজার এলাকায় রেস্টরেন্টও খোলা থাকছে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও, খাওয়া–দাওয়া চলছে দেদার। অথচ পুলিশ প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নিতে রাজী নয়। পুলিশ বলছে, ওপর মহলের কড়া নির্দেশ না এলে, আমরা কি করতে পারি?

এর পাশাপাশি অনেকেই জ্বর–সর্দি হলে টেস্ট না করিয়ে বাজার চলতি ওষুধ খেয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে। গ্রামে গঞ্জে সরকারি সচেতনতার প্রচারেও ঘাটতি রয়েছে। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেকে নিজেদের রোগ জটিল করছেন। অনেকে আবার সমাজে 'এক ঘরে' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তথ্য গোপন করছেন। এই বিষয়টি নিয়ে এলাকার জনগণের সচেতন হওয়া উচিত। করোনার টিকা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে উপচে পড়ছে ভিড়। যাদের প্রথম ডোজ নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় ডোজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। কবে যে টিকার সঙ্কট কাটবে তা কেউ জানে না।

এরপর তিনের পাতায়

উপচে পড়লো ভিড়, নেই করোনা সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেই কোনো সামাজিক দূরত্বের ব্যবধান! নেই অধিকাংশের মুখে মাস্ক! শুক্রবার সারাদিন ধরে এমনি চিত্র দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার ডাবু পর্যটক কেন্দ্রে ও মাতলা ব্রিজের উপরে। সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড়। নেই কোনোও করোনা সচেতনতা। সামাজিক দূরত্ব শিকেয় তুলে মুখে মাস্ক ছাড়া অবাধে ঘুরছে সাধারণ মানুষ। তবে যুবক–যুবতীর সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনকি যেখানে বাজি ফাটিয়ে আনন্দ–উল্লাসে মাতলেন যুবক থেকে কচিকাঁচারা। যেভাবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে তাতে সুন্দরবন জুড়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে বহু মানুষের। তবুও সচেতন নয় সাধারণ মানুষ! মুখে মাস্ক ছড়া অবাধে ঘোরাঘুরি করছেন তারা।

এরপর তিনের পাতায়

অহেতুক দোষারোপে না গিয়ে পরিকাঠামো গড়ুক রাজ্য

পার্থসারথি গুহ : বাংলায় ভোট নিয়ে এতো উত্তেজনার অবসান ঘটেছে বেশ কিছুদিন আগেই। তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয়বার হোক বা প্রথমবার , হনিমুড পিরিয়ড বলে একটা কথা থেকেই যায়। প্রত্যাবর্তনের সরকারের সেই মধুচন্দ্রিমা কালও উপভোগ করতে পারছে না কোভিড পরিস্থিতির জন্য। করোনা পরিস্থিতির সামাল দেওয়া নিশ্চিতভাবে শুধু ভারত সরকার নয়, সারা দেশের সব সরকারেরই চ্যালেঞ্জ। এমতাবস্থায় বাংলা সরকারের কোভিড মোকাবিলার দিকে নজর রয়েছে সবারই। দেশবাসীও নজর রাখবেন । এর প্রধান কারণ, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ চাইছে একটা খড়কুটো আঁকড়ে বেঁচে থাকতে।

মাঝেমধ্যেই করোনা মোকাবিলার কথা বলতে আমরা তুলনা টানি কেরালা, ওড়িশা মডেলের দিকে। এই দুটি রাজ্য গত বছর কোভিডের প্রথম ওয়েভ থেকেই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে। এমনকি ভারত সরকারের উদ্যোগকেও টেক্কা দিয়েছে কোভিড–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওড়িশা–কেরালার অবদান। নবীন পট্টনায়ক এবং পিনারাই বিজয়ন সারা দেশের মানুষের কাছেই অন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও

সুযোগ থাকছে করোনাকে মাঠের বাইরে পাঠানোর। বলাবাহুল্য, এটা একা রাজ্য সরকার করতে পারবে না। কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ সাহায্য খুবই দরকার। কিন্তু তাও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প যেভাবে অবলীলাক্রমে করে দেখিয়েছেন মমতা, এক্ষেত্রেও তাঁর স্বয়ংক্রিয়তা দেখানোর সুযোগ কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

অর্থাৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শুধু দোষারোপের পালা চালু রাখলেই হবে না। একইভাবে নিজস্ব কাজের মাধ্যমে প্রতিবাদ জারি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে জাপানের উদাহরণ দেওয়া যেতেই পারে। জাপানের কল–কারখানার কর্মচারীরা যখন ধর্মঘট বা বৃহত্তর কোনও পদক্ষেপ নেয় , তখন দ্বিগুণ বা তার বেশি উৎপাদন করা তাদের পাখির চোখ হয়ে ওঠে। এদিক থেকে এই রাজ্যের সরকারেরও উচিত কোভিড মোকাবিলা থেকে যে কোনও সমস্যায় আগে নিজের ঘরকে শক্তিশালী করে তোলা। তবেই দেখা যাবে কেরালা বা ওড়িশার মতো বাংলা মডেলকেও সামনে রাখছে গোটা দেশ।

এই বাংলা থেকেই কিন্তু বিজ্ঞানী থেকে বিপ্লবী অকাতরে এসেছেন। দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। বাংলা তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। রাজ্য সরকার সেই স্থানীয় পরিকাঠামোকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে পারে তবে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে না। অক্সিজেন, টিকা সহ গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা তখন দিতে বাধ্য হবে কেন্দ্র।

জেলার দুই বিধায়ক মন্ত্রিসভায়

কুনাল মালিক : এবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ এলাকা থেকে ঠাঁই পেলেন সাগরের প্রবীণ বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং বিষ্ণুপুর কেন্দ্র থেকে বয়সে নবীন দিলীপ মণ্ডল। বাদ পড়লেন জেলার দুই প্রাক্তন মন্ত্রী। কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা এবং মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। বঙ্কিমবাবু সুন্দরবন দফতরের মন্ত্রী হয়েছেন। চারবার বিধায়ক হয়েছেন সাগর থেকে। গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানও তিনি। সাগরের সাধারণ জনগণ বঙ্কিমবাবুর এই উত্তরণকে স্বাগত জানিয়েছেন। বঙ্কিমবাবু জানালেন, বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকার পাশাপাশি সমগ্র সুন্দরবন এলাকার উন্নয়নই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বিষ্ণুপুর কেন্দ্র থেকে জিতে এবার পরিবহন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন দিলীপ মণ্ডল। বয়সে নবীন কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গী থেকেছেন তিনি।

এরপর তিনের পাতায়

নব গঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

বরুণ মণ্ডল ঃ পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এ ডি আর) ২০২১ – এর পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ বিধানসভায় ঘোষিত ৪৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৪৩ জন মন্ত্রীর নির্বাচন কমিশনে জমা করা স্বঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হলফনামাও আছে। কিন্তু অর্থ, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দফতরের পূর্ণমন্ত্রী অমিত মিত্র যেহেতু এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি, তাই রাজ্যের ৪৪ মন্ত্রীর স্বঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত, সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা করা ওই স্বঘোষিত হলফনামা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এই হলফনামায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, রাজ্যের ৪৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১২ জন (২৮ শতাংশ) মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে ৭ জন মন্ত্রীর ক্ষেত্রে এগুলি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের মামলা। গুরুতর ফৌজদারি মামলা অর্থাৎ হামলা, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ সম্পর্কিত অপরাধ। যে অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বছর কারাদণ্ড বা তার বেশি।

আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে। ৪৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৩২ জন (৭৪ শতাংশ) হলেন কোটিপতি। ৪৩ জন মন্ত্রীর গড় সম্পদ হলো ৪.২৯ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারি হলেন দক্ষিণ কলকাতার কসবা (১৪৯) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত রাজ্যের অসামরিক প্রতিরক্ষা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের পূর্ণমন্ত্রী আহমেদ জাভেদ খান (৬৪)। তাঁর ঘোষিত মোট সম্পদ ৩২,৩৩,০১,৯২৬ টাকা। আবার বিপরীতে রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভায় সবচেয়ে কম সম্পদের অধিকারি হিসাবে ঝাড়গ্রাম (২২২) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত রাজ্যের বন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

বীরবাহা হাঁসদা (৩৮ – স্নাতক)। তাঁর ঘোষিত সম্পদ ৩,০৬,২১৫ টাকা। তাঁর কোনও দায় নেই। মোট ২৪ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাঁদের আর্থিক দেনা বা দায় রয়েছে। এঁদের মধ্যে কসবা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত আহমেদ জাভেদ খান ঘোষণা করেছেন তাঁর সবচেয়ে বেশি দেনা আছে। যার পরিমাণ ৪১,৫১,০১,৪৯০ টাকা।

অভাবনীয় ঘটনা হল, এ রাজ্যের বর্তমান ৪৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১০ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে। যেখানে ৩২ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। চার জন মন্ত্রীর ডিপ্লোমা রয়েছে। এনারা হলেন, বীরভূম জেলার বোলপুর (২৮৬) থেকে নির্বাচিত রাজ্যের ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের পূর্ণমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, হুগলি জেলার সিঙ্গুর (১৮৮) থেকে রাজ্যের শ্রম দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি জেলার চন্দননগর (১৮৯) থেকে নির্বাচিত রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ (২৪৯) থেকে নির্বাচিত খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি।

রাজ্যের ৭ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাঁদের বয়স ৩৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে, যেখানে ৩৬ জন ৫১ থেকে ৭৭ বছরের মধ্যে বলে স্বঘোষিত হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। ৪৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৯ জন মহিলা সদস্য রয়েছে। এনারা হলেন, কলকাতা উত্তর জেলার শ্যামপুকুর (১৬৬) থেকে নির্বাচিত রাজ্যের শিশু ও নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দফতরের পূর্ণমন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা (৫৮ – চিকিৎসক), উত্তর ২৪ পরগণার দমদম উত্তর (১১০) থেকে নির্বাচিত রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু পূনর্বাসন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (৬৬ – আইনজীবী), হুগলি জেলার পান্ডুয়া (১৯২) থেকে নির্বাচিত রাজ্যের পরিবেশ, বিজ্ঞান – প্রযুক্তি ও বায়ো–টেকনোলজি দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চিকিৎসক ডা. রত্না দে নাগ(৭১), পুরুলিয়ার মানবাজার(২৪৩) থেকে নির্বাচিত পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক এবং পরিষদীয় বিষয়ক দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু (৫০ – মাধ্যমিক পাশ), মালদহ জেলার মোথাবাড়ি (৫২) থেকে নির্বাচিত রাজ্যের সেচ ও জলপথ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন (৪৩ – পোস্ট গ্রাজুয়েট), বাঁকুড়ার রানীবাঁধ (২৪৯) থেকে নির্বাচিত রাজ্যের খাদ্য ও গণবন্ধন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি (৩৫ – ডিপ্লোমা), ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম (২২২) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত রাজ্যের বন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাঁওতালি সিনেমার অভিনেত্রী বীরবাহা হাঁসদা (৩৮ – স্নাতক) এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম (২১০) থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজ্যের ছয়টি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমাজকর্মী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৬ – পোস্ট গ্রাজুয়েট)।

এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের হ্যাট্রিক মন্ত্রিসভায় সব মিলিয়ে রয়েছে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। তবে এবার প্রথম থেকেই বোঝা গেছে সব দফতরের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৫ মে – ২১ মে, ২০২১

সংকটে চাই গভীর ঐক্য

এই মুহুর্তে গ্রামের পরিবেশেও থাবা বসিয়েছে কোভিড। সারা দেশে গত ১০০ বছরেও এমন সংকট এমন বিপর্যয় আর দেখা যায়নি। প্রতিটি রাজ্যে চলছে অক্সিজেনের অভাব, কালোবাজারিদের তাণ্ডব। জীবনদায়ী ওষুধের চাহিদা আকাশচুম্বী। এমন বিপর্যয়ে স্বাস্থ্য দফতরও নাজেহাল। কলকাতার বুকেও ধরা পড়ছে নানা হৃদয় বিদারক ছবি। যেখানে ওষুধ, অক্সিজেন এবং অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চূড়ান্ত প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে সদ্য বিধানসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেও চলছে রাজনৈতিক নানা সন্ত্রাস। হাড় হিম এই সন্ত্রাসের ছবি বাস্তবপক্ষে সারা দেশের চোখে বাংলার ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করছে। রাজ্য প্রশাসন সন্ত্রাসের ফেক খবর আটকাতে নানা বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে অত্যাচারিত এবং ঘর ছাড়া মানুষের সংখ্যা কম নয়। অন্তত সংবাদ মাধ্যমে এমন ছবি স্পষ্ট। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান রাজ্যপাল স্বাভাবিকভাবেই বাস্তব পরিস্থিতি খুঁতিয়ে দেখতে হিংসা কবলিত স্থানে ছুটে গেছেন। এই নিয়ে কিছু দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র শ্লেষ বিদ্রুপ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আগামী দিনে আরও ঘোরালো করে তুলতে পারে। নির্বাচন শেষে এই হানাহানি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে ক্ষতি রাজ্যবাসীর। কোভিড কোনও রাজনৈতিক রঙ কিংবা ধনী দরিদ্র বিচার করে না। জমায়েতের কারণেই করোনা দ্বিতীয় ধাক্কা এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলায় সব পক্ষের সহ মতের ভিত্তিতে ঝাপিয়ে পড়া অত্যন্ত জরুরি। সারা বিশ্বের মানুষ আজ ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে তারা দেখতে চায় ভারতের জীবাণু যুদ্ধের জয় কেমন করে ভারত লড়ছে।

শুধুমাত্র হিংসা, রেষারেষি কিংবা কালোবাজারির চিত্রই শেষ কথা নয়। মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ চেতনা শুভ বুদ্ধি। করোনা মোকাবিলায় এই শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে নেমে পড়েছেন এমন চিত্রও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে খোদ বাংলার বুকেও। বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, গোষ্ঠীগত উদ্যোগ শুরু হয়েছে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারগুলির পাশে থাকার জন্য। বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন রেড ভলান্টিয়ার্সের মাধ্যমে এগিয়ে এসেছে জেলায় জেলায় করোনা রোগীদের পাশে দাঁড়াতে। তবু চাহিদা যেখানে প্রবল সেখানে সাহায্য এখনও অপ্রতুল। ভোটের বাজারে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির। স্বাভাবিক ভাবেই করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গে যতটা সার্বিক পরিকাঠামোগত লড়াই প্রয়োজন ছিল তা এখনও পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়নি। দেশে ভ্যাকসিনের হাহাকার কমাতে নানা পরিকল্পনা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে। বিলম্বে হলেও নানা স্তরের অক্সিজেন সরবরাহের মতো কাজ শুরুর প্রচেষ্টা হয়েছে। এমন খবরও পাওয়া গেছে করোনা রোগীর রিপোর্ট নেগেটিভ ঘোষণার পরেও আবার পজিটিভ জানানো হয়েছে স্রেফ পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে। একের পর এক নানা ধর্মীয়, রাজনৈতিক সমাবেশ এর পরেও ভ্যাকসিন দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভিড়ের পরিবেশ দীর্ঘ লাইন করোনা সংক্রমণের সম্ভাবনাকেও ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঝুঁকির এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি নইলে দুর্ভোগের মাত্রা আরও বেড়ে যেতে পারে। দেশের এই সংকট মুহূর্তে বিশ্ববাসীকে পরিচয় করানোর দরকার আছে ভারত ঐক্যবদ্ধ আছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই আগামী লড়াই জিতবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূব ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাম্ রতাঃ ।।১২।।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম–উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

নেতি নেতি পন্থায় পরমতত্ত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ সম্পূর্ণ নয়। এইরূপ অসদর্থক সংজ্ঞা কারও কল্পিত মনগড়া ধারণা সৃষ্টি করতেই মাত্র সাহায্য করে; এভাবেই তিনি মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব অবশ্যই নিরাকার এবং নির্গুণ। সদর্থক গুণাবলীর বিপরীত হচ্ছে অসদর্থক গুণাবলী এবং তা আপেক্ষিক। এভাবেই পরমতত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারা বড় জোর ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে পৌঁছানো যেতে পারে, কিন্তু তার থেকে দূরবর্তী পরম পুরুষ ভগবানের কাছে সে অগ্রসর হতে পারে না।

এই প্রকার মনোধর্মী–প্রসূত জল্পনাকারীরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে তাঁর অপ্রাকৃত দেহনিঃসৃত জ্যোতি এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর সর্বব্যাপী রূপ। তারা এও জানে না যে, নিত্য আনন্দ এবং জ্ঞানের অপ্রাকৃত গুণসহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যরূপে বিরাজিত। অধঃস্তন দেবতারা ও মহর্ষিরা তাঁকে ত্রুটিপূর্ণভাবে একজন ক্ষমতাশালী দেবতারূপে মনে করেন এবং ব্রহ্মজ্যোতিকেই পরম তত্ত্ব বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু অনন্য ভজনশীল কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তগণ জানতে পারে নযে, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভব হয়। এইপ্রকার ভক্তরা নিরন্তর প্রীতি সহকারে সব কিছুর উৎস শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

ফেসবুক বার্তা

হিংটিংছট : সত্যে কভু সত্য বলি হবে না ভ্রমিতে

অমিতাভ সেন

বিগত কয়েক বছর ধরেই টিএমসি পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী পক্ষ বিজেপির ওপর হিংসক আক্রমণ চালিয়ে আসছে, যার পরিণতি স্বরূপ দেড়শ জন রাষ্ট্রবাদী সদস্য অকালে ঝড়ে পড়েছে। গত দশ বছরে বিজেপির বহু অফিস ভেঙেছে, বঙ্গ বিজেপি কার্যকর্তার ঘর গৃহস্থালী ধ্বংস হয়েছে। মিথ্যা মামলা, গাঁজা চরসের কেসে বহু স্বয়ং সেবককে জেলে পচতে হয়েছে। শুধু কনভয়ের সামনে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে জনকয়েক কিশোর ছাত্র গরাদের মধ্যে গেছে। গত দশ বছরে মধ্যযুগীয় হাড় হিম করা অত্যাচার সয়েও রাষ্ট্রবাদী সন্তানরা বিজেপির পতাকা তুলে ধরেছে। ২০১৯এ এনেছে ১৮টি এমপি আসন, ২০২১এ ৭৭ জন এমএলএ এং ৩৮.১% ভোট, যদিও লোকসভার তুলনায় ২% কম। মোট পাঁচটা রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। কোথাও নির্বাচন পূর্ব বা উত্তর এই রকম ভয়াল হিংসা চলেনি। কেরলে জেহাদি মোপলোস্তান পন্থীরা দুইশোর বেশি স্বয়ং সেবককে খুন করেছে। অবশ্য সেটা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নয়। কেরলে বিজেপি একটি আসন পেয়েছে, বেড়েছে ভোট পার্সেনটেজ। তামিলনাড়ুতে তিনটি আসন এবং বর্ধিত হয়েছে ভোট সংখ্যা। নতুন একটি রাজ্য এসেছে গেরুয়া শিবিরে– পুদুচ্চেরী। অসম এনডিএর দখলের বাইরে রয়েছে, হয়েছে আরও শক্তিশালী। শুধু পশ্চিমবঙ্গে এনডিএর দখলেই রয়েছে, হয়েছে আরও শক্তিশালী। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই গত চুয়াল্লিশ বছর ধরেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে (নির্বাচন এলেইবা কি! না এলেই বা কি!) এত রক্তপাত কেন? এর শেষ কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট ab initio আলোচনা করা একটা গবেষণা পত্রের বিষয়, একটা প্রবন্ধের AMBITএ কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সেজন্য গত বিধানসভা নির্বাচন এবং তৎসম্বন্ধীয় হিংসাকে বিষয় করেই মসিজীবিত্ব সারি। নব্বই দশকে সিপিএমএর অত্যাচার ও দুর্নীতি এমনই লেভেলে পৌঁছে গেছিল যে সকল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাম সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। এই সময় ১৯৯৮ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয় টিএমসি যাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। রাজ্যের তৎকালীন বিজেপি নেতারা যেমন তপন শিকদার, তপন ঘোষ (দুজনেই পরলোকগত) যাঁরা মমতার রাজনৈতিক চরিত্রের দিক প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত, তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের পায়ে ধরে নিবেদন করেছিলেন– Medicine is worst than the disease itself. শীর্ষ নেতারা তাঁদের আবেদন একবারেই বোঝেন নি তা নয়। তবে জানতে চেয়েছিলেন তো দুসরা কোই রাস্তা বতাও। এর জবাব রাজ্য নেতাদের হাতে ছিল না। অটল মন্ত্রিসভায় মমতা গুরুত্ব পেয়েছিল। মাননীয় অটলজী নিজে মমতার বাড়িতে এসে তার মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গেছেন। কিন্তু রাজ্য বিজেপি ২% ভোট শেয়ারে সংকুচিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে টিএমসির সঙ্গে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের bon homie শুরু হয়ে গেছে। যতদিন এটা হয়নি তত দিন মমতা দুটো বিধানসভা এবং দুটো লোকসভা নির্বাচন চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত হয়। সেই সব নির্বাচন কালে হাওয়াই চটি পন্থীরা ধুয়ো তুলতো 'হয় এবার নয় নেভার'। সে সব ধুয়ো ধোঁয়ায় মিলিয়ে যেতো। প্রথম অবয়ব পায় ২০১১ সালে। সংখ্যালঘু তোষণ চূড়ান্ত লাভ দেয় ২০২১ সালে। ৩০% সংখ্যালঘু একাট্টা য়ে ভোট দিয়েছে টিএমসিকে। Electoral Roll অনুযায়ী ২ কোটি ২০ লক্ষ ভোটার পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, টিএমসি যে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ভোট পেয়েছে তার মূল অবদানই হচ্ছে এদের। নির্বাচনী প্রচার কালে এক সংখ্যা লঘু নেতা দাবি করেছে এখনই ভারতে চারটে পাকিস্তান গড়ার ক্ষমতা তাদের আছে। ফিরহাদ হাকিম পাকিস্তানী ক্যামেরায় পাক সাংবাদিকদের দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটা জায়গা দেখিয়ে বলেছে : মিনি পাকিস্তান। এই তোষণবাদের Antidote হলো হিন্দু ঐক্য। ৯০% হিন্দু ভোটের ৪৮% (অর্থাৎ ইলেক্টোর‍্যাল রোলের ৩৪%) পড়েছে বিজেপির পক্ষে। ৩২% হিন্দু ভোটার বুথ মুখোই হয়নি। ভবানীপুর কেন্দ্রে ৫৯% ভোটার অবাঙালি। জোড়া সাঁকো কেন্দ্রে হেরেছেন মীনাদেবী পুরোহিত যিনি 'তনসে মনসে ধনসে' দেশসেবা করে এসেছেন। কাউন্সিলর হিসাবে জনহিত ছিল যাঁর ধ্যেয় নিষ্ঠা। এই lost voteএর মালিক, যারা Democratic Living ও Right চান কিন্তু Democratic Duty সম্বন্ধে উদাসীন, তারা এখন খুব উৎসুক এটা জানতে যে VVPAT গণনার জন্য বিজেপি সুপ্রিম কোর্টে PIL করছে কিনা। এটার প্রয়োজনই হতো না তারা যদি করোনা সতর্কতা মেনে অন্ততঃ বিকেলের দিকে একবারটির জন্য ভোটটা দিয়ে যেত। আগামী পাঁচ বছরে বঙ্গাল কা সত্যনাশ হোক জায়েগা– কাজেই ৩৫৬ জারী করতেই হবে। চাপ বাড়াতে সোস্যাল মিডিয়াতে বিজেপি অফিস পোড়ানোর ঘটনা পোস্ট করেছে যে সব ঘটে গেছে তিন বছর আগে। এই সব ফেক সংবাদে ফেসবুক–হোয়াটস অ্যাপ সরগরম।

এই সব কচুরিপানা সরিয়ে একবার পরীক্ষা করা যাক আদৌ Art 356 প্রয়োগ করা সম্ভব কি না।

Art 356 এর প্রথম দুষ্প্রয়োগ করেছিল নেহরু পঞ্চাশ দশকের শেষ কেরলে নির্বাচিত নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে ফেলে দিয়ে এর পর থেকে কংগ্রেস এ পাপ যে কতোবার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। রাজীব তো অন্ধ্রপ্রদেশে একমাসে চারবার মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন করেছে (বিজয় ভাস্কর রেড্ডি ইত্যাদি) তখন চৈতন্যরথম নিয়ে স্বৈরাচারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তেলেগু বিড্ডা (অস্মিতা বোধ) জাগরণ প্রয়াসে অন্ধ্র পরিক্রমা করেছিলেন এন টি রামারাও। আসলে নেহরু–ইন্দিরা পারিবারিক শমনে ভারতে জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেনি। সবলে কারেও ধরিনে বাসনা মুঠিতে/দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে– বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কংগ্রেস শক্তি কেন্দ্র পরিবার যদি বুঝতো তবে ভারতের প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যের আর্থিক ও আত্মিক সার্বিক বিকাশ সম্ভব হতো। প্রতিটি রাজ্যকে বিকশিত হবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছে মোদী সরকার। কাশ্মীর এ অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠার আগে সব থেকে উপদ্রুত এলাকা ছিল অসম ও উত্তর পূর্বাঞ্চল। নেলী হত্যাকাণ্ড, হোজাই ম্যাসাকার, আলফা গোষ্ঠীর বিভেদকামী আন্দোলন কংগ্রেসী পরিবারতন্ত্রের অবদান। গোদের ওপর বিষফোড়া ছিল চিনের উসকানি। অরুণাচল প্রদেশকে নিজের অঙ্গ রাজ্য ঘোষণা করে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একবার অরুণাচল প্রদেশ যাবার ঘোষণা করেছিলেন। চিনের চোখ রাঙানিতে সেই যাত্রাও রদ হয়ে যায়। এ সব ঘটনা আজ ইতিহাসের উপজীব্য। মোদীজির অষ্টলক্ষ্মীর সাধনা আজ আসাম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শান্তি ও উন্নয়নের পথে এনে দিয়েছে। মাওবাদীর চিকেনস নেকে রোহিঙ্গা জেহাদি বসিয়ে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। এসবও আজ গল্প কথা। ৫ বছর সরকার পরিচালনা করে উপদ্রুত বিমারু রাজ্য অসমকে উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে এনেছেন সবার প্রিয় সর্বানন্দ। কোনো করাপসনের চার্জ নেই, কারোর প্রতি Fevour or Fearএর অভিযোগ নেই। সেকেন্ড টার্ম আসতেই বন্ধুবর হিমন্ত বিশ্বশর্মার হাতে ব্যটন তুলে দিলেন, গিনেস বুকে নাম তোলার তাগিদ নেই। এতোটাই নিরভিমানী।

চারটে রাজ্যে কোনও হিংসানা লেও পশ্চিমবঙ্গে মাৎস্যন্যায় চলছে। সংবাদসূত্রে প্রকাশ অর্গানাইজড হিংস্র গ্রুপ অতর্কিতে অপ্রস্তুত নিরীহ রাষ্ট্রবাদী মানুষদের ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে। যেখানে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে (যেমন কেতুগ্রাম, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ) সেখানে আত্মরক্ষা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুসন্ধানকারী টিমের গাড়ির ওপরও লুঙ্গিবাহিনী আক্রমণ করেছে। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় বিএসএফ–এর হেলিকপ্টার চড়ে উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন। মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ফিডব্যাক তাঁকে দিয়েছে। প্রায় দেড়শ জন বিজেপি কর্মীকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতোগুলো উদাহরণ (কন্ডিশনস নেসেশারি) পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রয়োগ করার পক্ষে কি যথেষ্ট (কন্ডিসনস সাফিসিয়েন্ট!)? আমাদের মনে রাখতে EC গেজেট নোটিফিকেসন জারি করে টিএমসিকে বিজয়ী বলে গেছেন, এবং রাজ্যপাল মহোদয়ও শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। এখন অনেকে FB WAতে পোস্ট করছে ইন্দিরার সাহস ছিল। ছাপান্ন ইঞ্চিতে দম নেই। থাকলে Art 356 প্রয়োগ করে দিত। কারা এটা করছে বলে দিতে হবে না। এ ফাঁদে পা দেওয়ার মানুষ মোদীজি নন। এটা হলে টুকরে টুকরে খান মার্কেট গ্যাং, পাপ্পু–অখিলেশ ইত্যাদি Modi Baitersরা মমতাকে সামনে রেখে বিশ্বস্তরীয় প্রচার কার্য চালাবে। মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরস তো একলাখ কোটি টাকা দিয়ে রেখেছে, এখন আমেরিকা ইউরোপের মেডিসিন মার্চেন্টরা ভয়ংকর গোঁসা করে রয়েছে ভারত সরকারের ওপর। DRDO নিউক্লিয়র মেডিসিন, মলিকিউলার বায়োলজির বিজ্ঞানীরা DG–2 নামে Multi Variant Corona Virusএর এক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। May 2020 থেকে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলছে। ফল অতি সন্তোষজনক। পশ্চিমের মেডিসিন মার্চেন্টরা দেয়াল লিখন পড়তে পারছে। ভারতে ১৩৯ কোটি জনসংখ্যা, মা লক্ষ্মী রিকসা চেপে ঘরে আসবে না। ভারতের বৈজ্ঞানিকরা সে আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন। (Demonetisation এর সময়ও এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। ব্রিটিশ আমল থেকেই স্যুইজারল্যান্ড–এর এক কোম্পানী অখন্ড ভারতে পরবর্তী কালে খণ্ডিত কারেনসি পেপার পাঠায়। পাকিস্তানের একটা কোম্পানি ১২ লক্ষ কোটি টাকার কারেনসি পেপার মজুত করেছিল জাল নোট ছাপিয়ে ভারতে পাচার করবে বলে। Demonetisation এর ফলে এতো টাকা অগ্নয়ে স্বাহা হয়ে গেল। চারজন ডিরেক্টর ছাত থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলো পাকিস্তানে)। কাজেই Uncet মেডিক্যাল জার্নাল মোদীজির বিরোধীতা তো করবেই। Art 356 প্রয়োগ করা মারাত্মক রাজনৈতিক অপরিপক্কতা গোদা বাংলায় কাঁচামি হবে। তবে কা পন্থা? আছে উপায় আছে। সংবিধানের Art 261 থেকে 263 এবং Art 267 পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছে Federal ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামো কি ভাবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় হোম সেক্রেটারি রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিকে Art 261 উল্লেখ করে, Memo দিয়েছেন। করোনা সংক্রমণের প্রথম দিকেও দিল্লিতে মিথ্যা রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল রাজ্য। পরিদর্শক টিমের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল না। সেই সময় দিল্লি থেকে আসা এরকম একটি Memo রাজ্য সরকারের সম্বিত ফেরায়। সেই পদ্ধতি চলছে। রাজ্য যদি কেন্দ্রের সঙ্গে Constitutional Obligation না পালন করে, তবে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দুয়ারে যেতে পারবে। Break of Constitutional Machinery কংকারেনস নিয়ে রাজ্যপালের সুপারিশের ভিত্তিতে Art 356 প্রয়োগ করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেটা হবে : আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাবো না। শনৈঃ শনৈঃ পন্থা।

কোনো কিছুতেই হার মানছে না অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজারে লগ্নি–বিপ্লব এখনও অব্যাহত। এই মে'র মাঝেও তা চলছে সমানতালে। যেভাবে গত সপ্তাহের গোড়া থেকে ভারতের শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁাতে আরম্ভ করেছে তাতে এটাই মনে হচ্ছে যে না মাস কয়েক আগে টানা পড়তে থাকা বাজার এবার একটা পালটা দিচ্ছে। অথচ এই ভারতীয় বাজারই বড় চোট পেয়েছিল কোভিডের প্রথম অ্যাটাকে। অথচ দ্বিতীয় দফায় সে অনেকটাই টানটান।

এই সম্ভাবনার কথা দানা বেঁধেছিল সেদিনই যখন বারবার ১০ হাজারের সাপোর্ট নিয়ে নিফটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞরা এই সন্ধিক্ষণে প্রমাদ গুনছিল যে ১০ হাজার ভেঙে না বন্ধ দিতে শুরু করে নিফটি সূচক। আর এই জায়গাটা যে বিপদসীমা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন পোড়খাওয়া লগ্নিকারীরাও। সেখান থেকেই হঁইয়ো মারো হঁইয়া করে নিফটিকে তুলে ধরেছেন তারা।

এই জায়গায় দাঁড়িয়েএমনও হতে পারে নিফটি ও সেনসেক্স আরও বেশ কিছু পয়েন্ট হাসিল করতে সক্ষম হল। এখনই নিফটি ১০ হাজারের নিম্ন অবস্থান থেকে ১৪,৯০০ হয়ে উঠেছে। এরপর আবার রাতারাতি পট পরিবর্তন হয়। ওই ১০০ পয়েন্টের মতো কমা জায়গা থেকে নিফটি বাড়ে প্রায় ৩০০ পয়েন্ট। রেকর্ডের বিচারে অবশ্য তা দেখাচ্ছিল ২০০ পয়েন্টের মতো। নিফটি উঠে যায় ১৫ হাজারের কাছে।

ভারতীয় অর্থবাজারের এই বাম্পার দৌড় সিরিজের শেষ পর্বে তাহলে কতদূর যেতে পারে সূচক? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মওকায় আরও একবার ১১ হাজারের কাছে যেতে পারে নিফটি। যদিও এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি যাওয়া সম্ভব নয় নিফটির পক্ষে। সেক্ষেত্রে মুনাফা পেলে ওই জায়গায় লগ্নিকারীদের উচিত তা বুক করে নেওয়া অথচ মাস দেড়েক আগেই ১৪,৭৫০ এর চূড়া থেকে নিফটি হুড়মুড় করে পড়ে ১৪,১০০ তে এসেছিল মূলত দেশের সমস্যার হাত ধরে। আবার সেই জায়গা থেকে ১৪,৭০০ পর্যন্ত বাড়তেও দেখা যায় নিফটিকে। সেনসেক্সও তার নিচের অবস্থান থেকে ঠেলেঠুলে অনেকটাই ওপরে যায়। সেই সূচক ধরে রাখতে পারেনি তার ইতিবাচক অবস্থান। ফলে ফের ১৪ হাজারের কাছে চলে আসে নিফটি। এমতাবস্থায় বাজারের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে ঠিকই। কারণ, টেকনিক্যাল ভাষায় প্রায় ১৫ শতাংশের মতো কারেকশন করা সূচক এখন ওভার সোল্ড জোনে দাঁড়িয়ে আছে। খুব স্বাভাবিক নিয়মে এখান থেকে একটা পালটা দিতে পারে সূচক। সেই জায়গা থেকে সূচকের দিশা সামনের দিকে হবে না পিছনের দিকে সেটা অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সংগঠিত হবে প্রেক্ষাপট।

এই পড়তির বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১২–১৩ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই। বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না।

কথায় বলে মর্নিং শোজ দ্য ডে। সাদা

বাংলায় বললে দিনের শুরুটা ভালো হলে সবাই ভবিষ্যবাণী করে থাকেন পুরো দিনটাই ঠিকঠাক যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু, ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে সে কথা আদৌ খাটে না। কারণ, বছরের প্রথমদিকে যে চাঙ্গা মেজাজে আরম্ভ করেছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার তাতে মনে হতে বাধ্য দুর্ধর্ষ একটা বছর কাটাবেন লগ্নিকারীরা। সেই আশায় ছাই দিয়ে ভারতের অর্থবাজার হতাশই করে কোভিড –২ য়ের ধমাকা। সেই জায়গা থেকে বাজার এই মুহূর্তে অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে আর কোনওভাবেই কোনও প্রতিরোধেও ভেসে যাবে না শেয়ার বাজার। তাও যাঁরা লগ্নি করতে চাইছেন তাঁদের জন্য বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ রয়ে যাচ্ছে। সেটা অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

সে সংসদে গণতন্ত্র নেই

শুভঙ্কর দাস : দেশজুড়ে করোনা মোকাবিলায় কোথাও আংশিক তো কোথাও পূর্ণ লকডাউন জারি করা হয়েছে। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা চার লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। অক্সিজেন, হাসপাতালের শয্যা সহ অন্যান্য চিকিৎসার উপাদান জোগাড় করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। এমনকি শ্মশানের বাইরেও মৃতদেহের লম্বা লাইন করুণ পরিণতির প্রতিচ্ছবি বহন করে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজধানী দিল্লিতে জোরকদমে চলছে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের কাজ। কুড়ি হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে গড়ে তোলা হবে নতুন সংসদ ভবন, উপরাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর জন্য নতুন সরকারি বাসভবন, সচিবালয়। যেখানে দেশের আর্থিক অবস্থা তলানিতে ঠেকেছে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পূর্ণাঙ্গ ভাবে অসাড় হয়ে গিয়েছে সেখানে প্রায় ৪০০ গাছ ধ্বংস করে এই প্রকল্প কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি বছরের এপ্রিলে দেশজুড়ে ৭৫ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৯৭ শতাংশে। শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার ৯.৭৮ শতাংশ এবং গ্রাম অঞ্চলে ৭.১৩ শতাংশ। গত বছরের মতো এবারও লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের ভিড় নেমেছে রাস্তায়। প্রেক্ষাগৃহ, শপিং মল, লোকাল ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে। দেখা দিয়েছে কাজ হারানোর আশঙ্কা। ভারতের মতন তৃতীয় বিশ্বের দেশে সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি অনুদান ও পরিষেবার অপ্রতুলতা স্বাধীনতার এতগুলো দশক পেরিয়েও বহমান। সেখানে নতুন বিলাসবহুল সংসদ ভবন তথা প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন গড়ে তোলা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। যে বিপুল অর্থ দিয়ে অর্থহীন প্রাসাদ গড়ে তোলা হচ্ছে তা দিয়ে অনায়াসে দেশের গণস্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেত। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পর মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে অসহায় ভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রমশ চওড়া হচ্ছে শ্মশানের পরিধি। এমনকি শ্মশানের চুল্লিও গলতে শুরু করেছে কিন্তু রাজনীতিবিদদের মন জনগণের জন্য গলছে না।

আত্মনির্ভর ভারত আদতে যে একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয় করোনা পরিস্থিতিতে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অক্সিজেন সিলিন্ডার, এন৯৫ মাস্ক সহ অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য বিদেশি সাহায্য এদেশে আসতে শুরু করেছে। এক বছর আগে করোনার বিরুদ্ধে যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং যেসব দাবি করা হয়েছিল তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এখন। এমনকি প্রতিষেধক আবিষ্কারের পর থেকে ১৩০ কোটি জনগণের জন্য পর্যাপ্ত টিকা উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়নি। লকডাউন জারি হলে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের আর্থিক দিকের কথা ভাবা হয়নি। পরিবহন শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের কোনো রকমের আর্থিক প্যাকেজের আওতায় না এনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পূর্ণাঙ্গ লকডাউন তো কোথাও আংশিক লকডাউন জারি করা হয়েছে।

করোনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলে মানব দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য দরকার সুষম আহার। কিন্তু টাকার অভাবে বহু পরিবার সেই সুষম খাবার জোগাড় করতে ব্যর্থ। পাশাপাশি টিকাকরণের প্রথম পর্যায় যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টিকা নেওয়ার পর পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়ার অভিযোগ উঠেছিল তখন নির্ধারিত রোডম্যাপ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার। টিকা নেওয়ার পর কোনও ব্যক্তির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার চিকিৎসা বহন করার দায়িত্ব সরকারের। এই আশ্বাস যদি সাধারণ মানুষ পেত তবে প্রথম পর্যায় টিকা নেওয়ার উৎসাহ আরও বেড়ে যেত। এই মুহূর্তে গোটা দেশের প্রয়োজন সমাজের প্রান্তিক শ্রেণি পর্যন্ত গণস্বাস্থ্য পরিষেবাকে বিনামূল্যে নিয়ে যাওয়া। করোনা মোকাবিলা করতে গিয়ে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা পিছিয়ে পড়ছে। সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। এই মুহূর্তে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আদতে গণতন্ত্রবিরোধী সর্বোপরি মানবতা বিরোধী একটি উদ্যোগ। দেশের যে বর্তমান সংসদ ভবনটি রয়েছে সেটি অত্যন্ত ভাল অবস্থায় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি নিবাসও ভগ্নপ্রায় হয়ে যায়নি। দিল্লির নথ ব্লক, সাউথ ব্লক যেখানে আমলা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকেন সেই ভবনগুলিও বিপজ্জনক ভবনের তালিকায় নেই। শুধুমাত্র ধারণক্ষমতা ও উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের দোহাই দিয়ে সবুজ ধ্বংসের এই মহাযজ্ঞ ভারতের মতন পিছিয়ে পড়া দেশে একেবারেই কাম্য নয়। দিল্লি এমন একটি শহর যেখানে প্রতিবছর বায়ু দূষণ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে যায়। সেখানে ৪০০ গাছ কেটে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মানুষের বাসের অযোগ্য করে তোলা হচ্ছে গোটা দিল্লিকে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ নিদর্শন হচ্ছে রাজ্যসভা ও লোকসভা। বিগত দুই দশকে সংসদের এই দুই কক্ষে বিত্তশালীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সাধারণের কথা বলার জন্য সাধারণ সাংসদ আজ আর সেখানে দেখা যায় না। গোটা দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে বিপুল অর্থ খরচ করা হয় সেখানে একজন সাধারণ মানুষের চাওয়া, পাওয়া এবং তার ইচ্ছার মর্যাদা কেউ দেয় না। সহনাগরিক যখন শুধুমাত্র চিকিৎসার অভাবে কখনো টোটোতে, অটোতে, রাস্তায় মরে পড়ে থাকে তখন গণতন্ত্র ও মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি কালোবাজারীদের হাতে পড়ে সাধারণ মানুষকে যে নাজেহাল অবস্থায় পড়তে হয় তার খবর কোন নেতা রাখে না। ফলে বলাই যায় বিত্ত–বৈভব দিয়ে যে নতুন সংসদ গড়ে তোলা হচ্ছে সেখানে গণতন্ত্র নেই।

একটিমাত্র মহকুমা থেকেই দু'জন পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্বে

দেবাশিস রায় : সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিরোধী শূন্য করে রাজ্যবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সৌজন্যে রাজ্যের শস্যগোলা এই জেলা সংসদীয় রাজনীতিতে আরও একটা নতুন রেকর্ড গড়ল। ২০১৬ সাল থেকে পাঁচবছর ধরে পূর্ব বর্ধমান জেলায় দু'জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মন্ত্রিত্বের নিরিখে সেবারও রেকর্ড ছিল। এবার জেলাস্তর তো বটেই এমনকি, মহকুমাস্তরেও নতুন রেকর্ড। রাজ্যে এই প্রথমবার কোনও মহকুমা থেকে দু'জন পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। একজন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। তিনি এবার প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী হয়েছেন। অপরজন মন্তেশ্বর কেন্দ্র থেকে বিজয়ী জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তিনি গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। দু'জনই এই দুই দপ্তরের এতদিন রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পাশাপাশি এই দুই বিধানসভা কেন্দ্র পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অধীনস্থ। জেলাবাসীর একাংশের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় দুই সম্প্রদায়ের এই দুই নিষ্ঠাবান নেতার বিগত দিনের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পারফরম্যান্সে অত্যন্ত খুশি হয়েই এবার তাঁদের একই দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী পদে নিয়োগের মাধ্যমে পুরস্কৃত করে দলের অনুগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা পরায়ণতার গুরুত্বের একটা বার্তাও দিলেন। এদিকে, পূর্ব বর্ধমান থেকে দু'জন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারে পূর্ণমন্ত্রীর পদ পাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই উফুল্ল বাসিন্দারা জেলাজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও নানাবিধ উন্নয়নের প্রত্যাশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই স্বপন দেবনাথ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সৈনিক রূপে কাজ করে চলেছেন। কোনও প্রতিকূলতার মধ্যেও এই নিষ্ঠাবান দায়িত্বশীল সৈনিক পথভ্রষ্ট হননি। লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনে একাধিকবার পরাজিত হলেও কখনও দলবদলের কথা ভাবেননি। বরং নিজের পরাজয়ের কারণগুলো খুঁজে খুঁজে নিয়ে সেসব সংশোধন করে মানুষের কাছে নিজেকে একজন যোগ্য জননেতা রূপে তুলে ধরতে

পূর্ব বর্ধমান

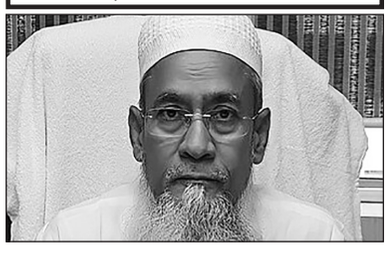

সক্ষম হয়েছেন। স্বপন দেবনাথের দলের প্রতি এই নিষ্ঠা সর্বোপরি মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনই তাঁকে দলনেত্রীর অন্যতম প্রিয় মানুষ করে তুলেছে। তাই তো ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'দফায় তাঁকে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছিলেন। স্বপন দেবনাথ মন্ত্রী হয়েও সবসময় মানুষের মাঝেই থাকেন। বিভিন্ন বিপর্যয় সহ করোনার মতো অতিমারির সংকটকালেও দিন-রাত তিনি নানাভাবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছেন। এমনকি করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরেও তিনি কলকাতায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে প্রতিনিয়ত প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করেছিলেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই সুযোগ্য নেতার নেতৃত্বে যখন এই জেলার ১৬টি আসন থেকেই বিরোধীরা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল তখন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে পুরস্কৃত করতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি।

অন্যদিকে, অন্যতম শীর্ষ মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ২০১১ সালের পর তৃণমূল কংগ্রেসে শামিল হলেও অতি দ্রুততার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থালাভ করেছেন। মমতা বন্দোপাধ্যায় এই ধর্মীয় নেতার মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে এগোন এবং ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলার মঙ্গলকোট কেন্দ্রে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে প্রার্থী করেছিলেন। সেবার দলের অনুগত কর্মী তথা মঙ্গলকোট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অপূর্ব চৌধুরী ওরফে অচলকে ২০১১ সালের পর দ্বিতীয়বার টিকিট না দিয়েই সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে প্রার্থী করে মমতা বন্দোপাধ্যায় রাজ্য রাজনীতিতে একটা মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছিলেন। সেবার সিপিএমের প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক সাহজাহান চৌধুরীকে পরাজিত করে মন্ত্রী হয়েছিলন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তবে, তাঁর সঙ্গে মঙ্গলকোটের নেতা অচলের রাজনৈতিক মনোমালিন্য তীব্র আকার নেওয়ায় এবার আর দল কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি। ফলে, পাশের কেন্দ্র মন্তেশ্বরে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মন্তেশ্বর থানার কোণঘেঁষা কাটোয়া থানা এলাকার করজগ্রাম সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর পৈতৃক ভিটা সহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের স্থান। স্বাভাবিকভাবেই এতদঞ্চলের পাশাপাশি সমগ্র জেলাজুড়ে তাঁর একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে এবং ইভিএমেও তার বেশ প্রতিফলন হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। জেলায় এবারও স্বপন দেবনাথ ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করায় এবং দু'জনেরই পূর্ণ মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে। একজন মন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক কাজকর্ম যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি সুচারুভাবে জেলা সভাপতির মতো গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে স্বপন দেবনাথ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিটি আসনেই জয়ী করে যেভাবে দলনেত্রীর আরও আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন তা এককথায় অনবদ্য। তৃণমূল কংগ্রেসের এমন একজন নিষ্ঠাবান সৈনিককে ঘিরেই এখন জেলাজুড়ে চায়ের আসর আড্ডার ঠেক কার্যত সরগরম।

কালবৈশাখীর তান্ডবে ক্ষতির সম্মুখীন ইঁট ভাটা, বাড়তে পারে দাম

সুভাষ চন্দ্র দাশ : কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে জেলার কয়েক হাজার ইঁটভাটা। আগামী মাস থেকে ইটের দাম বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং, বাসন্তী এলাকায় রয়েছে সব থেকে বেশি ইটভাটা। প্রচুর সংখ্যক মানুষ সেই সব ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন । মূলত এই সময়ই ইটভাটায় কাঁচা ইট তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। পরে সেই ইট আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহার যোগ্য করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে কালবৈশাখী ঝড় আর একটানা বর্ষণে সেই

সব ইটভাটায় কাঁচা ইটগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ইটভাটা মালিকরা। এদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে জয়নগরের ধাসো চন্দনেশ্বর, কুলতলির কুন্দখালি, মেরিগঞ্জ -১ ও ২ নম্বর, গোপালগঞ্জ, ক্যানিংয়ের ইটখালো, সাতমুখী, গোপালপুর ও বাসন্তী থানা এলাকার মধ্যে থাকা কয়েকশো ইটভাটায় লক্ষ লক্ষ ইট নষ্ট হয়ে যায়। আর কাঁচামাল নষ্ট হওয়ায় আগামী দিনে ইটের দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইটভাটা মালিকরা।

অপারেশন না করেই শিশুর বুক থেকে বেরলো ব্লেড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোনওরকম কাটাছেঁড়া নয়। না কোনও অপারেশনও নয়। আর অপারেশন না করেই গলা থেকে প্রায় বুকের কাছে চলে যাওয়া একটি ধারাল ব্লেডকে নিখুঁতভাবে বের করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। একেবারে বলা যেতে পারে অসাধ্য সাধন করলেন মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে খবর, নামিয়া ঘরামি নামে ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে এক দশ মাসের শিশুকে নিয়ে তার মা বাবা চলে আসে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। রাতেই খেলতে খেলতে শিশুটি মুখে কিছু একটা দিয়ে দেয়। বাড়ির লোক কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিশুটি তা গিলে ফেলে। মুখ থেকে হালকা রক্ত বের হতে থাকে। এই অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই দশ মাসের শিশু। ততক্ষণে গলা থেকে বুকের কাছাকাছি গিয়ে আটকে গেছে ধারাল ব্লেডের অর্ধেক অংশ। রবিবার রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তখন চিকিৎসারত অবস্থায় ছিলেন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিকাশ সিংহ। অবস্থা বুঝে এরপর তিনি শিশুর বাবা মাকে দিয়ে একটি এক্স-রে করান। এক্স-রেতে দেখা যায় শিশুর শ্বাসনালীর একেবারে শেষ প্রান্তের ডান দিকে আটকে রয়েছে একটি ধারালো ব্লেড। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে শরীরের মধ্যে ব্লেড আটকে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল দশ মাসের ওই শিশু। তড়িঘড়ি চিকিৎসক অপারেশন রুমে নিয়ে গিয়ে কোনওরকম কাটাছেঁড়া না করে বের করে দেন ধারাল ব্লেডটি। বর্তমানে ওই শিশুটি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে নাক-কান-গলার চিকিৎসক বিকাশ সিং বলেন, এই কোভিড পরিস্থিতিতে ক্যানিং থেকে কলকাতা পাঠালে শিশুটি নিয়ে বাবা-মাকে অনেক ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হতো। ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটি আমরা সম্পন্ন করলাম। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ আছে। এসফাগোস্কপি (Esophagoscopy) ব্যবহার করে শিশুটির বুকের কাছ থেকে ধারালো ব্লেড টি বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। যদি ব্লেডটির গোটা অংশই থাকতো তাহলে বের করা খুব কঠিন হয়ে যেত ।

অন্যদিকে স্থানীয় বিধায়ক চিকিৎসকদের এমন মানবিক কাজের কথা জানতে পেরে বলেন ক্যানিং মহাকুমার মত একটি হাসপাতালে ন্যূনতম পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে যেভাবে শিশুর দেহাংশ কোনওরকম অপারেশন ছাড়াই গলা থেকে চিকিৎসক ব্লেড বের করলেন তাকে কুর্নিশ জানাতে হয় ওই চিকিসকদেরকে।

Government of West Bengal
Tender Notice

Sealed tenders are invited from resourceful private security agencies for providing night guards for the I&CA Department Office at Kakdwip Sub-Division, South 24 Parganas vide memo no. **02**/SPL. DICO/KAK. dated **12.05.2021.** Last date of bid submission **: 28.05.2021** up to **12**pm. For details, contact Office of Spl DICO. Kakdwip during working hours. (Phone No. **03210-255-141**)

Sd/-
Spl DICO (in-Charge)
Kakdwip, South **24** Parganas
3751/DICO/S**24**Pgs. Dt. **12.05.2021**

Government of West Bengal
Tender Notice

Sealed tenders are invited from resourceful private security agencies for providing night guards for the I&CA Department Office at Kakdwip Sub-Division, South **24** Parganas vide memo no. **14/SDICO/KAK.** dated **12.05.2021.** Last date of bid submission **: 28.05.2021** up to **12**pm. For details contact Office of SDICO. Kakdwip during working hours. (Phone No. **03210-255-673**)

Sd/-
SDICO, Kakdwip
South **24** Parganas
3749/DICO/S**24**Pgs. Dt. **12.05.2021**

নার্সদের কুর্নিশ জানালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সতর্কতা অবলম্বন করে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে বুধবার পালিত হল আন্তর্জাতিক নার্স দিবস।এদিন সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত ১২৫ জন নার্সকে বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা দিয়ে অভিনন্দন জানায় ক্যানিং পশ্চিমের নবনির্বাচিত বিধায়ক পরেশরাম দাস। বিশেষ দিনটি পালনের মহামারী কালে চিকিৎসকদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের পরিবার পরিজন ফেলে রেখে এবং নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। তাই আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত ১২৫ জন নার্স কে কুর্নিশ জানালাম।

পাশাপাশি বিধায়ক পরেশরাম দাস তাঁদের হাতে তুলেদেন গোলাপ ফুল, মাস্ক, স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস সহ অন্যন্য সামগ্রী।

বিধায়ক জানিয়েছেন করোনা

অন্যদিকে মহামারী পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে নবনির্বাচিত বিধায়কের এমন উষ্ণ শুভেচ্ছা পেয়ে খুশি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের কর্মরত নার্স দিদিরা।

ভ্যাকসিনের জন্য কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রাজ্য

প্রথম পাতার পর

অক্সিজেন নিয়েও কালোবাজারি হচ্ছে। সব মিলিয়ে মানুষ ভীষণ সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ভ্যাকসিনের সমস্যা কবে মিটবে? সে প্রশ্নে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী জানান, ভারত সরকার যেদিন ভ্যাকসিন সরবরাহ করবে সেদিন সমস্যা মিটবে।

অক্সিজেন সরবরাহ নিয়ে অবশ্য জেলা প্রশাসন তৎপর হয়েছে। বজবজে কর্মাশিয়াল অক্সিজেন সরবরাহের যে প্ল্যান্ট রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে মেডিকেল অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে কিছু সিলিন্ডার অক্সিজেন এই প্ল্যান্ট থেকে পাওয়া গেলেও পরে সরবরাহের পরিমান আরও বাড়ানো হবে বলে প্ল্যান্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন কর্মাশিয়াল অক্সিজেন উৎপাদনকে চিকিৎসার কাজে লাগানো হবে। জেলাতেও সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উপচে পড়লো ভিড়

প্রথম পাতার পর

একদিকে মাতলা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল, অপরদিকে পিকনিক গার্ডেন। ফলে ভ্রমন পিপাসুরা সারা বছর ধরে ঘুরতে সাধারণ মানুষজন। শুধু ডাবু নয়, একই চিত্র দেখা গেল ক্যানিং মাতলা ব্রিজের উপরেও। হাজার খানেকের ও বেশি মানুষ ভিড় জমিয়েছেন এই মাতলা ব্রিজের উপরে। মাতলা

আসে ডাবু পর্যটক কেন্দ্রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। শুক্রবার পবিত্র ঈদ ও অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে ডাবুতে ভিড় জমিয়েছে ব্রিজের কাছে ক্যানিং থানার পুলিশ থাকলেও কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের।

জেলার দুই বিধায়ক

প্রথম পাতার পর

দিলীপবাবুও পর পর চারবার জিতে বিধায়ক হয়েছেন বিষ্ণুপুর থেকে। বিধায়ক হবার পর থেকেই দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিদিন সকালে বাড়িতে জনতার দরবারে হাজির থাকেন তিনি। মানুষের নানা সমস্যার সমাধান করেন। তাঁর এই উত্তরণে এলাকার জনগণ অত্যন্ত খুশি।

তিনি জানালেন, কোভিডে আক্রান্ত মানুষদের পাশে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকার পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়নই তাঁর লক্ষ্য।

প্রতিরোধে মৃত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ মে রাত্রে মুক্তিনগর গ্রামে তৃণমূল দুস্কৃতীরা বোমা, বন্দুক নিয়ে হামলা করে অভিযোগ বিজেপির। গ্রামবাসীরা লুঠ আটকাতে প্রতিরোধ গড়ে। মোটরবাইক সমেত ধরা পড়ে এক দুস্কৃতী। গণপিটুনিতে মারা যায় কান্ত বাউড়ী। পাচঁড়া গ্রামে গ্রামবাসীরা তৃণমূলকর্মী গণেশ বাউড়ীকে ধরে ফেলে। ৮ মে পাচঁড়া তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রজত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে চড়াও হয় উত্তেজিত জনতা। পাঁচজন জখম হয় তারমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তৃণমূলকমী গনেশ বাউড়ী সহ তেরোজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঝড়বৃষ্টি মৃত এক

অভীক মিত্র : ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে বীরভূম জেলাকে রেহাই দিল মঙ্গলবার দুপুরের প্রায় ঘন্টা দেড়েকের বজ্রপাতসহ প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি। চাষে ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা চাষিদের। ৯ মে বাঘা গ্রামে মাঠে কাজ করার সময় বাজ পড়ে মারা যায় আকু বাগ্দী।

নানুরে কেন্দ্রীয়দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে বীরভূম জেলার বহু বিজেপি কর্মীসমর্থক বাড়িছাড়া। তাদের ঘর জিনিসপত্র লুঠ করেছে তৃণমূল অভিযোগ বিজেপির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব গোবিন্দ মোহনের নেতৃত্বে চার সদস্যের দল ৮ মে পারুলডাঙা অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নেমে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে পাকুরহাঁস, গোপডিহি, উদয়পুর সহ নানুরের একাধিক গ্রাম পরিদর্শন করে। পুরুষহীন অধিকাংশ বাড়ি। সঙ্গে ছিল নানুরকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তারকেশ্বর সাহা।

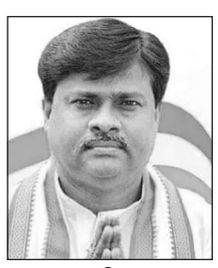

পুজালিতে কোভিড কন্ট্রোলরুম ও পরিষেবা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ শহরতলির পুজালি পুরসভাতে কোভিড কন্ট্রোলরুম ও পরিষেবা কেন্দ্রের সূচনা হল। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই পুরসভা এলাকাতেও কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। অক্সিজেনের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এলাকায়। পুজালি পুরসভার চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস জানালেন, পুর এলাকার বাসিন্দাদের কথা ভেবেই এই কন্ট্রোলরুম এবং পরিষেবা কেন্দ্র চালু করা হল। কন্ট্রোলরুমের নম্বর-০৩৩২৪৮২২৬৭। কোভিড আক্রান্তের পরিবার কেউ ফোন করলে পুরসভার পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য করা হবে। বিনামূল্যে অক্সিজেন, মাস্ক, স্যানিটাইজার, পিপিই কিট দেওয়া হবে। তাপসবাবু জানালেন, আক্রান্ত পরিবারের বাড়ি ও রাস্তাঘাট স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে অনুরোধ করেন, ফায়ার ব্রিগেড থেকে যেন স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করা হয়।

পুরবাসীদের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে এবার এগিয়ে এলো জয়নগর-মজিলপুর পুরসভা। এলাকার মানুষের কাছে এই কঠিন সময়ে অক্সিজেন পৌঁছে দিতেই তাদের এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল। পুরসভার উদ্যোগে এর জন্য কেনা হয়েছে মোট ১৪ টি সিলিন্ডার। নামমাত্র রিফিলিং এর খরচ দিলেই এই সিলিন্ডার পাওয়া যাবে বলে জানান পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান। যখন সিলিন্ডার নিয়ে

চারিদিকে কালোবাজারি চরম পর্যায়ে। চরম সংকটে দিশাহারা রোগীর পরিবারের মানুষজন। ঠিক তখনই পুরসভার এই উদ্যোগে খুশি জয়নগর-মজিলপুর এলাকার বাসিন্দারা। পুরসভায় অক্সিজেনের জন্য সিলিন্ডারের প্রয়োজনের কথা নথিভূক্ত করলেই তা তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পুরসভার উদ্যোগেই বলে জানালেন পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল। তিনি এও বলেন, আগামী দিনে সিলিন্ডারের সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

ফিজ কমানোর দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজের ভর্তি ফিজ কমানোর দাবিতে করোনা সময় কালে এবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করল জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসত ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। বুধবার বেলায় ভর্তি ফিজ কমানোর দাবি নিয়ে তাঁরা দক্ষিন বারাসত বাজার মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে অনেকক্ষন ধরে বিক্ষোভ দেখাল। প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় বসে পড়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাল। আর তাতেই দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো গোচরন জয়নগর রাজ্য সড়ক। আর সমস্যায় পড়লো কয়েক হাজার মানুষ। করোনা সময়কালে আংশিক লকডাউনের কারনে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ আছে। ফলে রাজ্য সড়কের উপর প্রচুর মানুষ নির্ভরশীল। আর এই অবরোধের জেরে ঈদের আগে ও এই কঠিন সময়ে সমস্যায় পড়ে বহু মানুষ। এদিনের এই অবরোধে আটকে পড়ে রোগীর গাড়ি থেকে শুরু

করে অ্যামবুলেন্স, শববাহী গাড়ি পর্যন্ত। অবরোধ রত সুপ্রিয়া দাস, নুসরত হাবিবি ফিরদৌসি, বিশ্বজিত নস্কর, মধুসূদন রায়, রেহানা খাতুন সহ বেশ কয়েক জন ছাত্র ছাত্রীরা জানালেন, এই করোনা অতিমারির কঠিন সময়ে আমাদের অভিভাবকরা খুব সংকটে দিশাহারা। এই সময় সরকারের উচিত ছিল ভর্তি ফিজ মকুব করা। তা না করে আমাদের কাছে থেকে অতিরিক্ত ভর্তি ফিজ নেওয়া হচ্ছে কলেজের পক্ষ থেকে । তাই এই অতিরিক্ত ভর্তি ফিজ না কমানো হলে আমাদের এই আন্দোলন চলবে। গত সপ্তাহে একই কারনে তাঁরা কলেজের গেটে বিক্ষোভ প্রতিবাদ করে ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই চন্দ্রশেখর ঘোষাল এসে অবরোধ রত ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলে এই অবরোধ তুলে দেন। এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল সত্যব্রত সাউ বলেন,ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা সেমিস্টারে টাকা নিই। সরকার নির্ধারিত হারেই ভর্তি ফিজ নেওয়া হয়। আর এই কোভিড পরিস্থিতিতে কোন ছাত্র ছাত্রীদের ফিজ দেবার অসুবিধা থাকলে যোগাযোগ করলে ১০০ শতাংশ মুকুব করে দেওয়া হবে। তবে সবার জন্য এই মুকুব করা যাবে না। কলেজের ভর্তির তারিখ এদিন পিছিয়ে দেন প্রিন্সিপাল।

ওভারলোডিং রুখতে ফাইন বৃদ্ধির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবহণ দফতরের দায়িত্ব নিয়েই ১১ এপ্রিল ওভারলোডিংয়ে বড়ো করপোরেশন বন্ধে কড়া বার্তা দিলেন নবনিযুক্ত পরিবহন ও আবাসন। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ওভারলোডিংয়ের কারণে রাস্তা এবং ব্রিজের কতটা ক্ষতি হচ্ছে, সেকথা মনে করিয়ে এদিন পরিবহন ভবনে পরিবহনমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমি এদিন দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি যে আরও বেশি করে ওভারলোডিং রোধে টেম্পোরারি ওয়ে ব্রিজ বা মুভেবল ওয়ে ব্রিজের সংখ্যাটা আরও বাড়াতে হবে। এগুলি বাড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় লোডিংয়ের ওয়েট নেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কতটা ওভারলোডিং আছে তা হিসাব তার ট্যাক্সেশন কত হবে, তা নির্দিষ্ট করা। এদের কোনও ছাড় নেই। আসলে ওভারলোডিং এরিয়ে গেলে রাস্তা ভাঙবে। গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গত হচ্ছে। তাতে কলকাতায় পরিবেশ দূষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবনিযুক্ত পরিবহনমন্ত্রী আরও বলেন, এবার থেকে ওভার লোডেড গাড়িতে এক্সট্রা-ট্যাক্সেশন হবে এবং সেক্ষেত্রে বড়ো ফাইন হবে। ফাইন এখনই একটা আছে। কিন্তু ফাইনের পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে। তবে জরিমানার পরিমাণ কতটা বাড়ানো হবে, তা নিয়ে পরিবহন মন্ত্রী আপাতত কিছু জানাননি। তিনি জানান, আমি চাই না কোনও জায়গায় ওভারলোডিং হোক। ওভারলোডিংয়ের জন্য গাড়িগুলো আরও বেশি টার্ন হচ্ছে। কালো ধোঁয়া বেড়িয়ে পরিবেশটা অন্ধকারে পরিণত হয়ে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি করছে। পুরো শহরটা দূষিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ ভবনে এদিন উপস্থিত সাংবাদিকদের পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ওভারলোডিং বড়ো দুর্নীতি। রাস্তা খারাপ হচ্ছে। দূষণ বাড়ছে।

এদিকে, ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে যে, গাড়িতে ১৬ মেট্রিক টন মাল তোলার কথা তাতে ৫০ মেট্রিক টন মাল তোলা হচ্ছে। ৯ মেট্রিক টনের গাড়িতে ৩০ মেট্রিক টন উঠছে। বছরের পর বছর এভাবেই চলে আসছে। রাস্তারও ক্ষতি হচ্ছে। বাড়ছে দুর্ঘটনা। কিন্তু কিছু মানুষের স্বার্থে ওভারলোডিং চলছেই। ট্রাক মালিকরা মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ বলেন, ওভার লোডিং বন্ধ হোক আমরা চাই। কিন্তু পাশাপাশি ট্রাকের বহন ক্ষমতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির দাবিও জানিয়েছি। যা অন্য রাজ্যে এই মুহূর্তে চালু রয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যে সে বিষয়ে কিছুই হয়নি।

পরিসংখ্যান বলছে বিজেপিতেই আস্থা অর্ধেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় যেভাবে তিরিশ – চল্লিশ – পঞ্চাশ হাজার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জিতলেন, তাতে এটা অন্তত স্পষ্ট বিজেপির প্রতি কলকাতা পুরবাসীর ক্রোধ। ২০১৬ – র ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনেও কলকাতা মহানগরে এমন সাফল্য দেখেনি রাজ্যের বর্তমান শাসকদল। সে বার যাদবপুর থেকে জিতে তৃণমূলের শহর বিরোধী শূন্য করে দেওয়ার পথে একমাত্র কাঁটা ছিলেন যাদবপুরের(১৫০) বামফ্রন্ট প্রার্থী ড. সুজন চক্রবর্তী। পাঁচ পর জয়ের গোলাপে সেই কাঁটাটুকুও নেই। ২০২১ –এ কলকাতার শুরু থেকে শেষ সবটাই তৃণমূল আর তৃণমূল। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের পরিভাষায় মূল কলকাতার কেন্দ্র ১১টি। দক্ষিণ কলকাতার কসবা, যাদবপুর ও টালিগঞ্জ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিমের মতো কেন্দ্র গুলি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসংস্থার আওতাতেই পড়ে এই কেন্দ্রগুলি।

দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর কেন্দ্রে এবার বামফ্রন্ট প্রার্থী কেন্দ্রের গত পাঁচ বছরের বিধায়ক ড. সুজন চক্রবর্তীকে ৩৮,৮৬৯ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কলকাতা পুরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ ও টলিনালা দফতরের মেয়র পরিষদ সদস্য দেবব্রত মজুমদার (মলয়)। দেবব্রত মজুমদার ভোট পেয়েছেন ৯৮,১০০ (৪৫.৫৪ শতাংশ)। বামফ্রন্ট প্রার্থী ড. সুজন চক্রবর্তী ভোট পেয়েছেন ৫৯, ২৩১ (২৭.৫০)। ২০১৬ – র বিধানসভা নির্বাচনে সুজনবাবু এই কেন্দ্রেই ভোট পেয়েছিলেন ৪৮.৫১ শতাংশ। তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে জয়ের ব্যবধান ছিল ১৪,৯৪২। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী স্থানীয় ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর রিঙ্কু নস্কর ভোট পেয়েছেন ৫৩,১৩৯ (২৪.৬৭)। সুতরাং যাদবপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান দুই বিরোধী প্রার্থীর মোট প্রাপ্ত ভোটের হার ২৭.৫০ + ২৪.৬৭ = ৫২.১৭ শতাংশ। যা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের প্রাপ্ত ভোটের হারের তুলনায় ৬.৬৩ শতাংশ বেশি। এখানেই প্রশ্ন উঠছে যাদবপুর কেন্দ্রে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করলেও যাদবপুরের ৫০ শতাংশের অধিক সংখ্যক মানুষ দেবব্রতবাবু তাদের এবারের বিধায়ক হিসাবে পছন্দ করে না।এই কেন্দ্রে নোটার প্রাপ্ত ভোট ২,৭৩০ (১.২৭ শতাংশ)। এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ২,৯৮,৬৬২। এবারের নির্বাচনে মোট বৈধ ভোট ২,১৫,৪১৯ (৭২.১৩)। এই কেন্দ্রের জেন্ডার রেসিও ১০৬৮ জন। ১৮ – ১৯ বছর বয়সের একেবারে নতুন ভোটার ছিলেন ৪,৩০৪ (১.৪৪ শতাংশ)।

দক্ষিণ কলকাতার কসবা(১৪৯) কেন্দ্রে এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আহমেদ জাভেদ খানের প্রাপ্ত ভোট ১,২১,৩৭২ (৫৪.৩৯

শতাংশ)। গতবার আহমেদ জাভেদ খানের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪৬.৫২ শতাংশ। গতবারের তুলনায় এবার ৭.৮৭ শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছেন। এবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বি জে পি প্রার্থী ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অঙ্কোলজিস্ট ডা. ইন্দ্রনীল খানের তুলনায় জয়ের ব্যবধান ৬৩,৬২২। গতবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্ট প্রার্থী শতরূপ ঘোষের তুলনায় জয়ের ব্যবধান ছিল ১১,৮৮৪। এবার তৃতীয় স্থানাধিকারী শতরূপ ঘোষের প্রাপ্ত ভোট ৩৮,১৮০ (১৭.৫৬)। গতবার বৈধ ভোটের ৪০.৪৯ শতাংশ। এবার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বিজেপি প্রার্থী ডা.খানের প্রাপ্ত ভোট ৫৭,৭৫০ (২৫.৮৮ শতাংশ)। গতবার তৃতীয় স্থানাধিকারী বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের হার ৮. ৯০ শতাংশ। এবার এই কেন্দ্রে নোটার প্রাপ্ত ভোট ২,৪৭৬ (১.১১ শতাংশ)। যা গতবার তুলনায় ১৪০৩ ভোট কম। এবার ১৮ – ১৯ বছর বয়সের নতুন ভোটার ছিলেন ৫,৭৩৩ (১,৮৭ শতাংশ)।

দক্ষিণ কলকাতার অপর কেন্দ্র টালিগঞ্জেও (১৫২) এবার তৃণমুল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ বিশ্বাসের জয়ের ব্যবধান বাড়লো। গতবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্ট প্রার্থীর মধ্যে জয়ের ব্যবধান ছিল ৯,৮৯৬,। এবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বি জে পি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়র মধ্যে জয়ের ব্যবধান গ।লো ৫০,৩৬০। এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ বিশ্বাসের প্রাপ্ত ভোট ১,০১,৪৪০(৫১.৪০)। বি জে পি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ৫১,৩৬০(২৬.০২ শতাংশ)। এবার বামফ্রন্ট প্রার্থী তৃতীয় স্থানাধিকারী চিত্রাভিনেতা দেবদূত ঘোষের প্রাপ্ত ভোট ৪০,৫৯৭(২০.৫৭ শতাংশ)। যা গতবারের তুলনায় ২১.০৫ শতাংশ কম। এবার নোটার প্রাপ্ত ভোট ২,৩১০ (১.১৭ শতাংশ)। যা গতবারের তুলনায় ১,৪০৯ জন কম। এবার এই কেন্দ্রে জেন্ডার রেসিও ১০৫১ জন। ১৮ – ১৯ বছর বয়সের নতুন ভোটার ছিলেন ৩,৫৯০ জন (১.৩৩)।

এবার চলে আসি দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালা পূর্ব(১৫৩) কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে একেবারে নতুন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েই নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে জয়ের ব্যবধান গড়লেন ৩৭,৪২৮। গতবার যেখানে জয়ের ব্যবধান ছিল ২৪,২৯৪। এবার এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ১,১০,৯৬৮ (৫০.০১)। গতবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪৭.৩৩ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চিত্রাভিনেত্রী বি জে পি প্রার্থী পায়েল সরকারের প্রাপ্ত ভোট ৭৩,৫৬০ (৩৩.১৫ শতাংশ)। গতবার এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ১০.৭১শতাংশ। ২০১১ তে ছিল ১.৯১ শতাংশ। বামফ্রন্ট প্রার্থী সমিতা হরচৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ৩০,১৭২(১৩.৬০)। ২০১৬ তে প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৩৫.৪৩ শতাংশ। ২০১১ তে প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৩৫.৪০ শতাংশ। এই কেন্দ্রে নোটাতে প্রাপ্ত ভোট ২,৮৩৫(১.২৮ শতাংশ)। এবার এই কেন্দ্রে জেন্ডার রেসিও ১০৩৬ জন। ১৮ – ১৯ বছর বয়সের নতুন ভোটার ছিলেন ৪,৯৮১ জন (১.৬২ শতাংশ)।

এবার বেহালার জনপ্রিয় কেন্দ্র বেহালা পশ্চিম (১৫৪)। রাজ্যের বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচন ২০০১ থেকে এই বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। এবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বি জে পি প্রার্থী চিত্রাভিনেত্রী স্থানীয় বাসিন্দা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে ৫০,৮৮৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন। গতবার তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৮,৮৮৯ শতাংশ। তৃণমূল প্রার্থী ডা. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট ১,১৪,৭৭৮ (৪৯.৫১ শতাংশ)। বিজেপি প্রার্থী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় প্রাপ্ত ভোট ৬৩,৮৯৪(২৭.৫৬)। গতবার এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৮.০৯ শতাংশ। ২০১১-তে প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ২.০৯ শতাংশ। এই কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সরসুনাস্থিত ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর নীহার ভক্তের প্রাপ্ত ভোট ৪৭,৫০৯ (২০.৪৯ শতাংশ)। এই কেন্দ্রে গতবার বামফ্রন্ট প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪১.৯৮ শতাংশ। এই কেন্দ্রে নোটাতে প্রাপ্ত ভোট ২,৪৩৩(১.০৫ শতাংশ)। গতবার নোটার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪,১৩৭ (১.৮৬ শতাংশ)। এবার এই কেন্দ্রে জেন্ডার রেসিও ১০৫৪ জন। ১৮ – ১৯ বছর বয়সের নতুন ভোটার ছিলেন ৫,১৮৩(১.৬৬ শতাংশ)। বিজেপির বেহালা জয়ের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রাসন ব্যুমেরাং হয়েছে। বেহালা-ঠাকুরপুকুর-জোকা এই এলাকার মোট ২১ ওয়ার্ডের কোনও ওয়ার্ডেই বিজেপি গণনার প্রথম রাউন্ড থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারেনি। এমন কী বেহালা পশ্চিমের ১২৭ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের যেখানে বামফ্রন্টের ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর রয়েছে, সেখানেও বামেরা তৃণমূলের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারেনি।

উত্তরসূরির রবীন্দ্র প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসমের করিমগঞ্জের এক সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চ 'উত্তরসূরি'। সেই 'উত্তরসূরি'র তরফ থেকে সংস্থার বর্ষপূর্তি ও রবীন্দ্রপ্রণামের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হল গত ২৫ বৈশাখ

রবিবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় (বাংলাদেশ সময় রাত আটটায়) 'উত্তরসূরি'র নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে। অনুষ্ঠানের শিরোনাম 'এ সময় ও রবীন্দ্রনাথ'। শুরুতেই কিছু কথা ও গান দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। গান শোনালেন অসমের করিমগঞ্জের সঙ্গীত শিল্পী পায়েল বণিক। তাঁর গাওয়া 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে' শ্রোতাদের মন ভরিয়েছে। বাংলাদেশের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিলুফা আখতার রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বিষয়ে উপলব্ধি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন। প্রসঙ্গ সূত্রেই এসেছে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সৃষ্টি 'মানুষের ধর্মে'র কথা। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. তপোধীর ভট্টাচার্য নানা দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করলেন। তাঁর বক্তব্যে মুগ্ধ হয়েছেন শ্রোতারা। এরই মধ্যে মাঝে আবারও দুটি গান শুনিয়েছেন ড. শঙ্কর ঘোষ। চিত্তগ্রাহী এই অনুষ্ঠানের অপূর্ব সঞ্চালনা করলেন আসামের করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর।

মহেশতলায় টেলি মেডিসিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা পুরসভার উদ্যোগে কোভিড নাইন্টিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টেলি মেডিসিন পরিষেবায় পুরসভার পক্ষ থেকে ৮৯১০৯ – ৫২৬২০ নম্বরে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যহ সন্ধে ৭ টা থেকে রাত ৯ টার মধ্যে। এবং বাড়িতে কোভিড রোগে আক্রান্ত মৃত রোগীর সৎকারের জন্য জরুরি যোগাযোগ : ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুম নম্বরে : ৮৭৭৭৫ – ২১১৭৫/৮৪২০৭ – ২৮১২১। পুর কর্তৃপক্ষের তরফে এই আহ্বান জানান হয়েছে।

সাইকেলে বাঁশবেড়িয়া থেকে অ্যাঙ্গাস

মলয় সুর : বাঁশবেড়িয়া থেকে ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি অ্যাঙ্গাস ট্রেনে যাতায়াত মিলিয়ে ৭০ মিনিটের রাস্তা করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ট্রেন বন্ধ বাসও নেই। অ্যাঙ্গাস জুট মিলে কর্মস্থলে পৌঁছতে তাই দু'চাকার সাইকেলই বেছে নিয়েছেন বছর আটত্রিশের সুকুমার রাজবংশী। চাকরি বাঁচাতে আসা যাওয়া মিলিয়ে ৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পরিশ্রম চলছে এখন। এই মে মাসে লকডাউন ঘোষণার পর এইভাবে যাতায়াত করার সিদ্ধান্ত নেয় সুকুমার। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার শিবপুর হাজরা পাড়ার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুকুমার বাড়িতে মা রীতা রাজবংশী, স্ত্রী সোমা সদ্য শিশুকন্যা ও ভাই পিন্টুকে নিয়ে সংসারে তাঁর আয়টুকুই সম্বল। তাঁকে চাকরি করতে ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিলের লেবার অফিসে আসতে হয়। ভেবেচিন্তে অফিস যাওয়ার সহজ মাধ্যম হল সাইকেল, তাই নিয়ে আংশিক লকডাউনকেই কার্যকর করার জন্য রাস্তায় সেটাই সুকুমারের বাহন। কারখানায় পৌঁছতে হয় সকাল সাড়ে ৬টায় তাই ২৫ কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে ভোর পাঁচটায় বেড়িয়ে পড়েন তিনি। বেশি জোরে চালানোর ধকল নিতে পারেন না। একটাই সুবিধা রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া কম জিটি রোড ধরে এগিয়ে চলেন তারপর ব্যান্ডেল হয়ে হুগলি মোড়, রবীন্দ্রনগর চুঁচুড়া গিয়ে পড়েন। শেষে চন্দননগর হয়ে সোজা এঙ্গাস। বিকালে আবার ফিরতি পথ অথচ উপায় না থাকায় কার্যত বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাইকেল করে জুট মিলের লেবার অফিসে যাচ্ছেন। এই যাওয়ার পথে সাইকেলের প্যাডেল করতে করতে হাঁপিয়ে পড়ছেন। বিশেষ করে বাড়ি যাওয়ার সময় দম ফুরিয়ে গেলে কোনও দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ছেন। দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটার পথ উজিয়ে প্রতিদিন ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিলে যাচ্ছেন। সুকুমার বললেন, হাত দুটো আর পা দুটোই সব বাকিটা মনের জোরে চালিয়ে দিই। পথে বিপত্তি কম নয়।

সাইকেলের টায়ার পাংচার হলে, সাইকেল ঠিক করার দোকান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু ১২ বছর চাকরি জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোনও সময় পরতে হয়নি। অ্যাঙ্গাস জুট মিলের পার্সোনাল ম্যানেজার কৃষ্ণ প্রসাদ শী তাঁকে আসার সম্মতি দিতেই সিদ্ধান্ত নিই এতটা পথ এখন সাইকেল বা বাইক চালিয়ে যাতায়াত করবো। সুকুমারের মতো ছোট খাটো কর্মীর লড়াই কোনও ইতিহাসে ঠাঁই পাবে না। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা আর পাঁচজনকে অনুপ্রেরণা জোগাবে এতে সন্দেহ নেই।

গোকুল ডাকাত দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী

সুভাষ চন্দ্র দাশ

দীর্ঘ প্রায় ৫০ কিমি পথ অতিক্রম করে পথচারী এক ব্যাক্তি কে জিজ্ঞাসা করতেই দেখিয়ে দিলেন বাড়িটা। পাশেই বয়ে চলেছে সুন্দরবনের পিয়ালি নদী। পিয়ালি নদীর তীরবর্তী একটি মন্দির। তারপর পাকা বিদ্যালয় তারপরেই ছোট্ট একখানি কুটির, সেখানেই ডাকাত গোকুল খালি গায়ে ঘুমিয়ে রয়েছে বারান্দায়। দূর থেকে দেখলেই মনে হবে যেন সুন্দরবনের বয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শীতের সকালে রোদ পোহাচ্ছে। বিশাল আকৃতির দেহ। বয়স প্রায় ৮৫ ছুঁই ছুঁই। এখন কাজ বলতে মানবসেবা। সাংবাদিক বলতেই বসতে জায়গা দিলেন। তারপর শুরু হল তাঁর ডাকাত জীবনের নানান চড়াই-উৎরাইয়ের কথা।

নাম গোকুল নস্কর। পেশা ছিল ডাকাতি। একদা সমগ্র সুন্দরবন ভয়ে কাঁপত গোকুল ডাকাতের কথা শুনে। জলে-স্থলে উভয় দিকেই ডাকাতিতে পারদর্শী ছিলেন তিনি।

লোক মুখে আজও শোনা যায় গোকুলের দাপটে বাঘ-হরিণ একঘাটে জল খেত। তার ভয়ে আতঙ্কে প্রহর গুনতো এলাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের মেরিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা গোকুল নস্কর। ৭৮ টি ফৌজদারি মামলার আসামী। এমন একটি দিন যায়নি যে তার খোঁজে পুলিশ গ্রামে আসেনি। প্রত্যেক দিন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অতিষ্ট হয়ে ডাকাত গোকুল নস্করকে পুলিশের হাতে তুলে দেন তার স্ত্রী আরতি নস্কর। তারপর থেকেই গোকুল নস্করের ঠিকানা ছিল জেলাখানার চার দেওয়াল। বর্তমানে মামলা থেকে বেকসুর খালাস গোকুল ডাকাত।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপের জন্য লেখাপড়া তেমন একটা হয়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র নাম সই করতে পারেন। গোকুল বাবুরা ছয় ভাই, পাঁচ বোন। ১১জন ভাইবোনের মধ্যে গোকুলই বড়।

প্রথম জীবনে সংসারের মধ্যে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। মাছ বিক্রি করে কোনও রকমে বিশাল সংসার চালাতেন দুঃখে কষ্টে। ১৯৭৭ সালে সঙ্গ দোষে পড়ে চুরি ডাকাতিতে হাতেখড়ি হয়। তারপর একের পর এক ডাকাতিতে হাত পাকায় গোকুল। তৈরি হয় একটি ডাকাত দলও।

ডাকাত দলের সর্দার ছিল স্থানীয় মেরিগঞ্জ এলাকার অপর এক ডাকাত সাহেব আলি। তবে এই সাহেব আলি আর বেঁচে নেই। বিগত প্রায় ১০ বছর আগে ডাকাতি করে ফেরার সময় সাধারণ মানুষের হাতে ক্যানিং থানার দুমকী এলাকায় ধরা পড়ে যায়। পুলিশ আসার আগেই সাধারণ মানুষজনই পিটিয়ে মেরে ফেলে সাহেব আলিকে।

গোকুল অবশ্য সাধারণ মানুষের হাতে কোনওদিনই ধরা পড়েনি। তবে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ বার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। জেলার কুলতলি,ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, নোদাখালি, বারুইপুর, মগরাহাট, জয়নগর, ডায়মন্ডহারবার, সহ হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, মেদনীপুর, বর্ধমান এমনকি ওড়িশার পারাদ্বীপ সহ একাধিক জায়গায় দাপটের সাথে ডাকাতি করে বেড়িয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ধরাও পড়েছে। ধরাপড়ার পর জনসাধারণের সামনে থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ায় নিজেকে অপমানিত বোধ করে। সেই থেকে নিজেকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেয় ডাকাত গোকুল। এক কথায় রামায়ণের দস্যু রত্নাকর থেকে ঋষি বাল্মীকি।

গোকুলের কথায় ডাকাত জীবনে কোনওদিনই কোন নারীকে অত্যাচার করা কিংবা তাঁদের গায়ে হাত পর্যন্ত দেয়নি। কাউকে খুন করেনি কিংবা মারধর করেনি। শুধুমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র আর ভয় দেখিয়ে সব জায়গায় ডাকাতি করেছে। অনেকবার মৃত্যুর হাত থেকেও বেঁচে ফিরেছে গোকুল। জয়নগর থানার তৎকালীন ওসি সোমদেব ব্যানার্জীর সহযোগিতায় ১৯৮২ সাল নাগাদ ডাকাতি পেশা ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় সাহায্য চেয়ে একটি কালী মন্দির স্থাপন করেন। সোমনাথ বাবু ও সেই সময় ডাকাত গোকুলকে সপথে আনার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিলেন। তখন অবশ্য এলাকার অনেকেই গোকুল ডাকাত কে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় মেতে থাকতেন।

গোকুল নস্কর সেসব কথায় কর্ণপাত না করে নিজের কাজে ব্রতী হয়। তারপর এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ২০০১ সালে গড়ে তোলেন একটি আশ্রম। নাম দিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানন্দ কৃষ্ণকালি সেবাশ্রম।

গোকুল নস্কর ডাকাত থেকে আমূল পরিবর্তন হয়ে এলাকায় পরিচিত হলেন গোকুল মহারাজ নামে।

গোকুল মহারাজ বলেন, জয়নগর থানার তৎকালীন ওসি সোমদেব ব্যানার্জী আমার পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দাঁড়ালে শেষ জীবন পর্যন্ত ডাকাত থেকেই যেতাম। সোমদেব বাবু বছরে চার হাজার টাকা অনুদানও দিতেন।

নিজের হাতে গড়া আশ্রম চালানোর জন্য ছুটে বেড়াতে হয় গোকুল নস্করকে। সুন্দরবনের উপর ২০০৯ সালের ২৫ মে সোমবার বিধ্বংসী আয়লা ঝড়ে কত শত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বাড়িঘর ভেঙেছে হাজার হাজার। গোকুল মহারাজ আয়লার কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরবতা থাকার পর তাঁর দুনয়নে নেমে এলো ঝর্ণাধারার মতো অশ্রুবারি! অঝোরে কাঁদলেন আর বললেন সেদিনের কথা ভুলতে পারবো না। 'কাতন' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় দুলক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিলি করেছি আয়লা অধুষ্যিত এলাকায়। যেখানে অন্যান্য ত্রাণকর্মীরা পৌঁছতে পারেননি সেখানেই অবলীলাক্রমেই পৌঁছে গিয়ে অসহায়দের হাতে ত্রাণের সামগ্রী তুলে দিয়েছেন গোকুল মহারাজ। অর্থনৈতিক ভাবে অভাবের জন্য কোনও ব্যক্তি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে অপারগ হলে গোকুল বাবুর কানে এমন কথা পৌঁছলে তিনি দুহাত দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ান। এলাকার যে কোন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য গোকুল বাবুর কাছে গিয়ে খালি হাতে ফেরেন না।

বর্তমানে আশ্রম এবং মন্দিরটি বড় করে তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছেন গোকুল। তবে তার আপেক্ষা কিছু দুষ্কৃতী জায়গা জমি দখল করার চেষ্টা করে চলেছে এবং আশ্রমের বেশকিছু সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। দুষ্কৃতীদের পাশাপাশি দাপট দেখিয়ে চলেছে করোনা। কখন যে কি হবে বুঝে উঠতে পারছি না। ডাকাত গোকুল জীবনের প্রায় শেষ লগ্নে পৌঁছে আজ রামায়ণের দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী। যা সুন্দরবনের বুকে এক ইতিহাস।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com